ডেল্‌টা লাইফের ১০ বছর পূর্তি ঃ বিশেষ ক্রোড়পত্র

ডেল্‌টা লাইফের
১০ বছর পূর্তি
উপলক্ষে আমাদের
আন্তরিক শুভেচ্ছা

গ্রীন ডেল্‌টা ইন্স্যুরেন্স কোঃ লিঃ

ডেল্‌টা লাইফের কম্পিউটার

বর্তমান যুগ বিজ্ঞানের যুগ। বিশ্ব যেমন বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে তাল মিলিয়ে এগিয়ে চলেছে, ডেল্‌টা লাইফও তেমনি জন্মের শুরু থেকে আধুনিক প্রযুক্তি তথা কম্পিউটার ব্যবহার করে অধিকতর গ্রাহক সেবা প্রদান ও ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

ডেল্‌টা লাইফের কম্পিউটার বিভাগের কার্যক্রম শুরু করা হয়েছিল একটি মাত্র XT PC ও একটি প্রিন্টারের মাধ্যমে। কোম্পানীর অগ্রগতির সাথে সাথে দক্ষ ও দূরদর্শী ব্যবস্থাপনা পরিষদের সময়োপযোগী সিদ্ধান্ত গ্রহণের ফলে আজ কম্পিউটার বিভাগে Pentium Server সহ বিভিন্ন ধরণের ৫০টির অধিক PC ও একটি অধিক ক্ষমতা সম্পন্ন (Heavy Duty) প্রিন্টার সহ ২০টির অধিক প্রিন্টারে সার্বক্ষণিকভাবে কাজ চলছে। ডেল্‌টা লাইফের উল্লেখযোগ্য কম্পিউটারয়িত পদ্ধতিগুলো হলোঃ একক বীমা, এ্যাকচুয়ারীয়াল, পুনর্বীমা, ওয়েজ আর্নার্স স্কীম, চিকিৎসা বীমা (ডেল্‌টা কেয়ার), গ্রুপ বীমা, গ্রামীণ বীমা, গণবীমা, বেতন প্রভৃতি।

একক বীমাঃ গ্রাহক সেবার ক্ষেত্রে ঃ পলিসি গ্রাহকদের পলিসি দলিল সংক্রান্ত সকল মুদ্রণ কাজ, পলিসির যাবতীয় তথ্য সম্বলিত পলিসি তথ্যলিপি, বোনাস সংযোজনপত্র, প্রদেয় কিস্তি উত্তোলনের যোগ্য গ্রাহকদের তালিকা, প্রিমিয়াম জমা দানের জন্য তাগিদ পত্র, তামাদি রোধের জন্য অনুরোধ পত্র ইত্যাদি সব কিছুই কম্পিউটারে করা হচ্ছে। কোম্পানীর কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের কাউন্টারে প্রিমিয়াম প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই পলিসি গ্রাহককে পাকা রসিদ প্রদান ও পলিসি হালনাগাদ করা হচ্ছে। বিশ্বের যে কোন জায়গা থেকে গ্রাহকের পলিসি সংক্রান্ত যে কোন তথ্য জানতে সময় লাগবে মাত্র কয়েক সেকেন্ড। এ ছাড়াও বিশেষ সেবা হিসাবে গ্রাহকদের প্রেরিত প্রাইজ বন্ড চেক করা ও পুরস্কার প্রাপ্তির সংবাদ প্রেরণ করা হয়ে থাকে।

উন্নয়ন ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ঃ সাপ্তাহিক, মাসিক, টার্ম, ষান্মাষিক ও বার্ষিক ভিত্তিতে উন্নয়ন কর্মকর্তাদের সম্পাদিত ব্যবসা, ব্যবসা সংরক্ষণ হার, কোটা বোনাস, কোটা পয়েন্ট, কমিশন বিল, বিশেষ পুরস্কার ইত্যাদির বিবরণ প্রকাশ করা হচ্ছে। যে কোন উন্নয়ন কর্মকর্তা যে কোন সময় তার সম্পাদিত পলিসি সম্পর্কে যে কোন তথ্য অতি সহজেই জানতে পারছেন।

এ্যাকচুয়ারীয়ালঃ কোম্পানীর এ্যাকচুয়ারীয়াল মূল্যায়ন, দায় বিশ্লেষণ, ব্যয় বিশ্লেষণ সহ যে কোন ধরনের বিশ্লেষণ মুলক কাজ অতি সহজেই মুহূর্তের মধ্যে করা হচ্ছে। কোম্পানী ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান/ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা অনুযায়ী যে কোন ধরনের পরিকল্প ও তার প্রিমিয়াম হার মিনিটেরও কম সময়ে নিরূপণ করা হচ্ছে।

পুনর্বীমাঃ সেশন এড্‌ভাইজ, সেশন সনদ, হিসাব, পত্র যোগাযোগ, লাভ কমিশন, দাবী সহ যাবতীয় পুনর্বীমা সংক্রান্ত কার্যাবলী সুচারুরূপে সম্পাদিত হচ্ছে, যা ইতিমধ্যেই বিদেশী পুনর্বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের প্রশংসা অর্জনে সক্ষম হয়েছে।

ওয়েজ আর্নার্স স্কীমঃ বিদেশগামী বাংলাদেশী কর্মীদের উদ্দেশ্যে প্রণীত ওয়েজ আর্নার্স বীমার ক্ষেত্রে প্রতিদিন গ্রাহকদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ ও ন্যূনতম সময়ে সনদপত্র প্রদান কম্পিউটারের মাধ্যমে করা হচ্ছে।

স্বাস্থ্য বীমাঃ প্রস্তাবকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট ন্যূনতম সময়ে অফার প্রদানের জন্য তাদের যাবতীয় তথ্যাদি অন্তর্ভূক্তিকরণ ও প্রিমিয়াম নিরূপণ করা হচ্ছে। তাছাড়া বীমাকারী প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারীদের যাবতীয় তথ্য সংরক্ষণ সহ অধিকতর সুন্দর গ্রাহক সেবা প্রদানের যাবতীয় কার্যক্রম কম্পিউটারেই হচ্ছে।

গ্রুপ বীমাঃ প্রস্তাব প্রেরণের ক্ষেত্রে প্রিমিয়াম হার নিরূপণ, চালু গ্রুপ পলিসিগুলির সংযুক্তি-বিযুক্তি, নবায়ন তালিকা ও প্রিমিয়াম নিরূপণ এবং নতুন গ্রুপের অন্তর্ভূক্তি সংক্রান্ত কার্যক্রম কম্পিউটারে হচ্ছে।

গ্রামীণ বীমাঃ ঋণদান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম, পলিসি গ্রাহকদের সকল তথ্যাদি সংরক্ষণ, মাসিক এবং আঞ্চলিক ভিত্তিতে প্রিমিয়াম আয়ের হিসাব, ব্লক সুপারভাইজারদের বেতন ইত্যাদি কম্পিউটারে হচ্ছে।

গণবীমাঃ কম্পিউটারায়নের কাজ সম্প্রতি সমাপ্ত হয়েছে। ঋণদান সম্পর্কিত যাবতীয় কার্যক্রম ও পলিসি তথ্য সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ব্লক ও জেলা ভিত্তিক প্রিমিয়াম আয়ের হিসাব বিবরণী বের করা হয়েছে।

বেতনঃ কোম্পানীর সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের মাসিক বেতন কম্পিউটারের মাধ্যমে সুচারুরূপে সম্পাদন করা হচ্ছে।

দৈনন্দিন কার্যক্রমের পাশাপাশি এখানে চলছে গবেষণা ও পদ্ধতি উন্নয়নের এর কাজ। যার পরিপ্রেক্ষিতে Multi-User/Multi-Tasking System হিসাবে UNIX এর সর্বোত্তম ব্যবহার বাংলাদেশে সম্ভবতঃ ডেল্‌টা লাইফেই হচ্ছে। ডেল্‌টা লাইফের কম্পিউটারের এই সফলতার পিছনে একদিকে রয়েছেন দক্ষ ও আধুনিক চিন্তা চেতনায় দূরদর্শী মাননীয় ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও উপ-ব্যবস্থাপনা পরিচালকগণ এবং অন্যদিকে রয়েছেন বাংলাদেশ কম্পিউটার সোসাইটির ফেলো ও বিশিষ্ট পদ্ধতি বিশ্লেষক কোম্পানীর কম্পিউটার বিভাগের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট, সুযোগ্য প্রোগ্রামারগণ ও দ্রুত গতি সম্পন্ন অপারেটরদের সমন্বয়ে গঠিত সুদক্ষ কর্মী বাহিনী।

ডেল্‌টা লাইফের
১০ বছর পূর্তি
উপলক্ষে আমাদের
আন্তরিক শুভেচ্ছা

প্রগতি ইন্স্যুরেন্স লিঃ

ডেল্‌টা লাইফের ১০ বছর
পূর্তি উপলক্ষে
দেশবাসীকে শুভেচ্ছা
আপনাদের সহযোগিতাই আমাদের
প্রেরণা ও শক্তি

ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোঃ লিঃ

উত্তরা ব্যাংক ভবন, ৯০–৯১ মতিঝিল বাণিজ্যিক এলাকা, ঢাকা–১০০০
পিএবিএক্স ঃ ৯৫৬৫০৩৩–৫, ৯৫৬১১১–২

গ্রুপ বীমা

From Page -8

নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমে তাদেরকে চাকুরীতে আকৃষ্ট করতে পারেন এবং এতে কর্মচারীগণের চাকুরী ছাড়ার প্রবণতা হ্রাস পায়।

৪) গ্রুপ ইনসিওরেন্স কর্মচারীগণের অনাকাঙ্খিত মৃত্যু ও দুর্ঘটনার সময় আর্থিক দায় বহন করে থাকে।

৫) এই বীমা একজন নিয়োগকর্তাকে আয়করের দায় থেকে বড় ধরনের পরিত্রাণ দিয়ে থাকে।

৬) কমপক্ষে ১০ জন কর্মচারী বিশিষ্ট যে কোন প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা গ্রুপ বীমা পরিকল্প গ্রহণ করতে পারে।

এছাড়া গ্রুপ জীবন বীমার মূল পরিকল্পের সাথে আকর্ষণীয় কিছু সহযোগী বীমা প্রদান করা হয়ে থাকে, যেমন - দুর্ঘটনা মৃত্যুতে দ্বিগুণ ক্ষতিপূরণ বীমা, অঙ্গহানি বীমা, গ্রুপ চিকিৎসা বীমা, আংশিক স্থায়ী পঙ্গুত্ব, সম্পূর্ণ স্থায়ী পঙ্গুত্ব, ইত্যাদি। এ সমস্ত সহযোগী বীমা একজন বীমাবৃত ব্যক্তিকে তাঁর কল্যাণার্থে বহুবিধ সুবিধা প্রদান করে থাকে।

ডেল্‌টাকেয়ার হসপিটালাইজেশন প্ল্যান

ডেল্‌টা লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানী 'ডেল্‌টা কেয়ার হসপিটালাইজেশন প্ল্যান' নামে হাসপাতাল চিকিৎসা বীমা প্রবর্তন করেছে। এ ধরনের চিকিৎসা বীমা বাংলাদেশে এই প্রথম।

এই প্রকল্প মূলতঃ একটি একক বীমা, কোন সহযোগী বীমা নয়। অর্থাৎ কোন জীবন বীমা পলিসি না নিয়েই এই বীমা সরাসরি নেয়া যায়। এর দ্বারা একক ভাবে কেউ নিজেকে কিংবা কোন নিয়োগকর্তা, শ্রমিক সংগঠন অথবা এ ধরনের অন্য কোন সংস্থা তাদের কর্মচারীদের চিকিৎসা ব্যয় নির্বাহের জন্য বীমাবৃত করতে পারবেন।

এই বীমার অধীনে কেবল হাসপাতাল চিকিৎসা ব্যয়ভার বহন করা হয়, হাসপাতাল বহির্ভূত কোন চিকিৎসা এর আওতাভুক্ত নয়। বীমাগ্রাহক নিজে, স্বামী অথবা স্ত্রী এবং সন্তানসহ যে কোন ভাবে বীমাবৃত হতে পারবেন। সম্পূর্ণ আয়কর মুক্ত এই বীমা নবায়নকালে প্রিমিয়ামের উপর নির্দিষ্ট হারে রেয়াতের সুবিধা দেয়া হয়।

সামগ্রিকভাবে এই বীমার দ্বারা হাসপাতাল শয্যা, চিকিৎসকের ফি, নৈমিত্তিক পরীক্ষা, ব্যবস্থাপত্র অনুযায়ী ঔষধ পত্র এবং শল্য চিকিৎসার ব্যয়ভার বহন করা হয়। স্বল্প ও পরিমিত বাৎসরিক প্রিমিয়াম দিয়ে বীমাগ্রাহক চার মাত্রার বীমা সুবিধার যে কোন একটি পলিসি নিয়ে উন্নততর হাসপাতালের ব্যয়বহুল খরচ থেকে সহজেই নিষ্কৃতি পেতে পারেন। ডেল্‌টা লাইফ বীমাগ্রাহকের সুবিধার্থে ঢাকা, চট্টগ্রাম, সিলেট এবং খুলনার প্রধান প্রধান হাসপাতাল/ক্লিনিকগুলোকে এই প্রকল্পের জন্য তালিকাভুক্ত করেছে। বীমাগ্রহিতাকে তার পছন্দ অনুযোগী এই তালিকাভুক্ত ক্লিনিক/হাসপাতাল এবং চিকিৎসক/পরামর্শক নির্ধারনের সুযোগ দেয়া হয়।

এই প্রকল্পের আর একটি উল্লেখযোগ্য নতুন সংযোজন হচ্ছে এই যে, এখন থেকে ভারতে চিকিৎসার সুযোগও এর আওতাভুক্ত করা হয়েছে। বাৎসরিক প্রিমিয়ামের মাত্র ১০% অতিরিক্ত প্রিমিয়াম দিয়ে বীমাগ্রাহক এই সুবিধা নিতে পারেন।

**** গণ বীমা ****

From Page -8

গ্রহণের মাধ্যমে পরিবারের আর্থিক নিরাপত্তা বিধান, যার প্রভাব পড়ে সমগ্র দেশের অর্থনীতিতে।

২। নিয়মিত পলিসি চালু রাখলে ঋণ পাওয়া যায়, যা তাকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী হতে সাহায্য করে।

৩। পলিসি গ্রাহকদের মাঝে বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা প্রদান করা হয়।

৪। গণবীমার কার্যক্রমের আওতায় গণবীমার বিভিন্ন ব্লকের মাধ্যমে রাতে বয়স্ক শিক্ষা ও নিরক্ষরদের অক্ষর দান করা হয়।

৫। ভবিষ্যতে স্বল্প কিস্তিতে গৃহ- নির্মাণ ঋণদান পরিকল্পনা বিবেচনাধীন আছে।

৬। গণবীমার গ্রাম উন্নয়ন কল্যাণ পরিষদের অধীনে বনায়ন কর্মসূচীর মাধ্যমে গ্রাহকরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বৃক্ষ রোপন করে। ফলে একজন গণবীমা পলিসি গ্রাহক দশ বছর পর একাধিক মূল্যবান গাছের মালিক হতে পারেন যা তাঁর ভবিষ্যতে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা দিতে পারবে। গণবীমা গ্রাহকগণ যাতে অর্থনৈতিকভাবে আরও অধিক লাভবান হতে পারেন সে দিকে লক্ষ্য রেখে মৎস্য চাষ পরিকল্পনা হাতে নেয়া হয়েছে।

**** গ্রামীণ বীমা প্রকল্প ****

From Page -8

বা শহরাঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত ব্যবসাতেই বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। গ্রামীণ বীমা প্রকল্পে খরচ বাদ দিয়ে প্রিমিয়াম বাবদ অর্জিত সকল টাকা স্বকর্মসংস্থানের মধ্য দিয়ে বৈষয়িক অবস্থার উন্নতির লক্ষ্যে গ্রাহকদের মধ্যে বিনিয়োগ করা হয়। বর্তমানে পলিসি গ্রহণের সংগে সংগেই নয় থেকে এগার জন গ্রাহক নিয়ে প্রাথমিক গ্রাহক কমিটি গঠন করা হচ্ছে। যে কোন গ্রাহক কমিটিতে সর্বনিম্ন সাত জন গ্রাহকের পলিসির বয়স এক বছর পূর্ণ হলে কমিটির প্রস্তাব অনুযায়ী সকল সদস্যকে জামিন রেখে দুই জন সদস্যকে ঋণ প্রদান করা হয়। এই ভাবে চক্রাকারে সকল সদস্যকেই ঋণ দেয়া হয়।

এই পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয়, গ্রামীণ বীমার কার্যক্রম সার্বিক অর্থে গতিশীলতা অর্জন করেছে। স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ২৪২টি থানায় এর পরিধি সম্প্রসারিত হয়েছে। প্রায় তিন হাজার সংগঠক দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে কর্মরত। প্রতিটি অঞ্চলেই গ্রামীণ বীমার সুনাম ও গ্রহণযোগ্যতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।